أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(Book# 114/৭)

www.motaher21.net

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوٓءٍ

তালাকপ্রাপ্ত নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে।

Divorced woman shall wait concerning themselves for three monthly periods.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২২৮

وَ الۡمُطَلَّقٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِہِنَّ ثَلٰثَۃَ قُرُوۡٓءٍ ؕ وَ لَا یَحِلُّ لَہُنَّ اَنۡ یَّکۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ اللّٰہُ فِیۡۤ اَرۡحَامِہِنَّ اِنۡ کُنَّ یُؤۡمِنَّ بِاللّٰہِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ وَ بُعُوۡلَتُہُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّہِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ اِنۡ اَرَادُوۡۤا اِصۡلَاحًا ؕ وَ لَہُنَّ مِثۡلُ الَّذِیۡ عَلَیۡہِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیۡہِنَّ دَرَجَۃٌ ؕ وَ اللّٰہُ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ

তালাক প্রাপ্তাগণ তিনবার মাসিক ঋতুস্রাব পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের কখনো এমনটি করা উচিত নয়, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাদের স্বামীরা পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত হয়, তাহলে তারা এই অবকাশ কালের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে। নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর। তবে পুরুষদের তাদের ওপর একটি মর্যাদা আছে। আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী।

২২৮ নং আয়াতের তাফসীর:

তালাক প্রাপ্ত মহিলার ইদ্দত

যে সাবালিকা নারীদের সাথে তাদের স্বামীদের মিলন ঘটে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তালাকপ্রাপ্তির পর তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অতঃপর ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। তবে ইমাম চতুষ্টয় এটা হতে দাসীদেরকে আলাদা করেছেন। তাদের মতে দাসীদের দুই ঋতু অপেক্ষা করতে হবে। কেননা, এসব ব্যাপারে দাসীরা স্বাধীন মেয়েদের অর্ধেকের ওপর রয়েছে। কিন্তু ঋতুর মেয়াদের ক্ষেত্রে অর্ধেক ঠিক হয় না বলে তাদেরকে দুই ঋতু অপেক্ষা করতে হবে। একটি হাদীসে রয়েছে যেঃ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

'দাসীর তালাক দু' টি এবং ইদ্দতও দু' ঋতু।' (হাদীসটি য 'ঈফ। তাফসীর তাবারী , সুনান আবূ দাউদ-২/২৫৭/২১৮৯, জামি 'তিরমিযী -৩/৪৮৮/১১৮২, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৭২/২০৮০, সুনান দারিমী-২/২২৪/২২৯২, মুসতাদরাক হাকিম-২/২০৫) কিন্তু এর বর্ণনাকারী মুযাহির নামক ব্যক্তি একজন দুর্বল রাবী '। ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) বলেন, সঠিক বিষয় তো এই যে, এটা কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর নিজস্ব একটি উক্তি। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ে সাহাবীগণের মাঝে কোন মতভেদ ছিলো না। তবে পূর্ববর্তী কয়েকজন বিদ্বান হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, ইদ্দতের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও দাসী উভয়ই সমান। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) -এরও অভিমত এটাই। কিন্তু এটাও দুর্বল।

মুসনাদ ইবনু আবী হাতিমে একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি ইয়াযিদ ইবনু সাকানের কন্যা আসমা (রাঃ) নামক একজন আনসারীয়া নারীর সম্মন্ধে অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে তালাকের কোন ইদ্দত ছিলো না। সর্বপ্রথম ইদ্দতের নির্দেশ এই স্ত্রী লোকটির তালাকের পরই অবতীর্ণ হয়।

'আল-কুরু' এর অর্থ

যে তুহুরে তালাক দেয়া হয় এটাও গণনার মধ্যে ধরা হয়। কাজেই জানা যাচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াতেও قُرُوْء শব্দের ভাবার্থ তুহুর বা পবিত্রতাই নেয়া হয়েছে। আবার কবিদের কবিতাতেও قُرُوْء শব্দটি তুহুর বা পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটাই 'আয়িশাহ্ (রাঃ) -এর অভিমত। তিনি স্বীয় ভাতিজী হাফসা বিনতি 'আব্দুর রাহমান (রাঃ) তিন 'তুহুর' অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৃতীয় ঋতু আরম্ভ হওয়ার সময় স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قُرُوْء শব্দ সম্বন্ধে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ওর অর্থ হচ্ছে 'ঋতু।' তাহলে ثَلَاثَةَقُرُوْءٍ-এর অর্থ হবে তিন ঋতু। সুতরাং স্ত্রী যে পর্যন্ত না তৃতীয় ঋতু হতে পবিত্র হবে সে পর্যন্ত সে ইদ্দতের মধ্যেই থাকবে। এর একটি দলীল হচ্ছে 'উমার (রাঃ) -এর ফায়সালাটিঃ তাঁর নিকট একজন তালাকপ্রাপ্ত নারী এসে বলেঃ আমার স্বামী আমাকে একটি বা দু' টি তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট সে সময় আগমন করেন যখন আমি

কাপড় ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলাম অর্থাৎ গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তাহলে বলুন, এখন নির্দেশ কি? অর্থাৎ 'রাজ' আত হবে কি হবে না? 'উমার (রাঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস 'ঊদ (রাঃ) -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেনঃ এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ আমার তো মনে হয় সে এখনো তার স্ত্রী, যেহেতু সে সালাত আদায় করা শুরু করতে পারেনি। তৃতীয় মাসিকের পর পবিত্র হওয়ার পূর্বেই যেহেতু তাকে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, আমারও এটাই অভিমত। (তাফসীর তাবারী ৪/৫০২)

আবূ বাকর (রাঃ) , 'উমার (রাঃ) , 'উসমান (রাঃ) , 'আলী (রাঃ) , আবূদ দারদা (রাঃ) , উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) , আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) , 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস 'ঊদ (রাঃ) , মু 'আয (রাঃ), উবাই ইবনু কা 'ব (রাঃ) , আবূ মূসা আশ 'আরী (রাঃ) , এবং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকেও এটাই বর্ণিত আছে। সা 'ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ), 'আলকামাহ (রহঃ) , আসওয়াদ (রহঃ) , ইবরাহীম নাখ 'ঈ (রহঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , 'আতা (রহঃ) , তাঊস (রহঃ) , সা 'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ), ইকরামাহ (রহঃ) , মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , শা 'বী (রহঃ) , রাবী' ইবনু আনাস (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) , মাকহুল (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) , এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) -ও এটাই বলেছেন।

একটি হাদীসেও রয়েছে যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা বিনতি আবূ হুবাইশ (রাঃ) -কে বলেছিলেনঃ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ.

'তোমরা أَقْرَاء-এর দিনে সালাত আদায় করবে না।' (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবু দাঊদ-২/৭২/২৮০, সুনান ইবনু মাজাহ-১/২০৩/৬২০, সুনান নাসাঈ - ১/১৩১/২১১, ১/২০১/৩৫৬, মুসনাদ আহমাদ -৬/৪২০, ৪৬৩, ৪৬৪, সুনান বায়হাক্কী-১/৩৩১) সুতরাং জানা গেলো যে, أَقْرَاء শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঋতু। কিন্তু এই হাদীসের মুনযির নামে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত বলে ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) বলেছেন। তার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। তবে ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

ঋতু এবং তা থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারেমহিলাদের বক্তব্য প্রাধান্য পাবে

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ﴾ তাদের গর্ভে যা রয়েছে তা গোপন করা বৈধ নয়। অর্থাৎ গর্ভবতী হলেও প্রকাশ করতে হবে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ), ইবনু 'উমার (রাঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , শা 'বী (রহঃ) , হাকাম ইবনু উতাইবাহ (রহঃ) , রাবী ' ইবনু আনাস (রহঃ) , যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ তাফসীর করেছেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম২/৭৪৪,৭৪৫)

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾ 'যদি তাদের মহান আল্লাহ্র ওপর ও কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস থাকে।' এর দ্বারা মহিলাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে যে, তারা যেন মিথ্যা কথা না বলে। এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সংবাদ প্রদানে তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেননা এর ওপরে কোন বাহ্যিক সাক্ষ্য উপস্থিত করা যেতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, 'ইদ্দত' হতে তাড়াতাড়ি

বের হওয়ার জন্য ঋতু না হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা ‘ঋতু হয়ে গেছে’ এ কথা না বলে। কিংবা ‘ইদ্দত’ কে বাড়িয়ে দেয়ার জন্য ঋতু হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা ‘ঋতু হয়নি’ এ কথা না বলে।

ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রথম অধিকার স্বামীর

এরপরে বলা হচ্ছেঃ

﴿وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِیْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا﴾

‘তাদের স্বামীরা তাদের উক্ত সময়ের মধ্যে পুনঃ গ্রহণে অধিক হকদার, যদি তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চায়।’ যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, ‘ইদ্দত’ এর মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যদি ‘তালাকে রাজ ‘ঈ’ হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক তালাক এবং দুই তালাকের পরে স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় তালাকে বায়িন তথা তিন তালাকই ছিলোইনা। বরং সে সময় পর্যন্ত শত তালাক দিলেও ‘তালাক-ই রাজ ‘ঈ থাকতো। ইসলামের নির্দেশাবলীর মধ্যে তালাকে বায়িন এসেছে যে, যদি তিন তালাক হয়ে যায় তাহলে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর রয়েছে উভয়ের অধিকার

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ ‘স্ত্রীদের ওপর যেমন স্বামীদের অধিকার রয়েছে তেমনই স্বামীদের ওপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে।’ সুতরাং প্রত্যেকেরই অপরের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সহীহ মুসলিমে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণকে সম্বোধন করে বলেনঃ

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أخذتموهُنّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

‘তোমরা স্ত্রীদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমরা মহান আল্লাহ্র আমানত হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেছো এবং মহান আল্লাহ্র কালিমা দ্বারা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করে নিয়েছো। স্ত্রীদের ওপর তোমাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দিবে না যাদের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট। যদি তারা এই কাজ করে তাহলে তোমরা তাদেরকে প্রহার করো। কিন্তু এমন প্রহার করো না যে, বাইরে তা প্রকাশ পায়। তোমাদের ওপর তাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে খাওয়াবে ও পড়াবে।’ (সহীহ মুসলিম-২/১৪৭/৮৮৬-৮৯২, ২/৮৮৯,৮৯০)

বাহায ইবনু হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মু ‘আবিয়া ইবনু হাইদাহ আল কুশাইরী (রহঃ) তার দাদা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেনঃ হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমাদের ওপর আমাদের স্ত্রীদের কি কি অধিকার রয়েছে?’ তিনি উত্তরে বলেনঃ

.أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

‘যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি পড়বে তখন তাকেও পড়াবে। তাকে তার মুখের ওপর মেরো না। তাকে গালি দিয়ো না এবং রাগান্বিত হয়ে তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ো না বরং বাড়ীতেই রেখো।’ (সনদ টি হাসান। সুনান আবু দাঊদ-২/৬০৬, মুসনাদ আহমাদ -৫/৩) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলতেন, ‘ আমি পছন্দ করি যে, আমার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য আমি নিজেকে সুন্দর করে সাজাই, যেমন আমার স্ত্রী আমাকে খুশী করার জন্য নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে থাকে।’ (হাদীসটি সহীহ। তাফসীর তাবারী -৪/৫৩২৪৭৬৮)

স্ত্রীর ওপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَلِلرِّجَالِعَلَيۡهِنَّدَرَجَةٌ﴾ ‘স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।’ অর্থাৎ দৈহিক, চারিত্রিক মর্যাদা, হুকুম, আনুগত্য, খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ সব দিক দিয়েই স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। মোট কথা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মর্যাদা হিসাবে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় বলা হয়েছেঃ

﴿اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ﴾

‘পুরুষরা নারীদের ওপর তত্ত্বাবধানকারী ও ভরণপোষণকারী, যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাদের মধ্যে একের ওপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এটা এজন্য যে, তারা স্বীয় ধন সম্পদ হতে তাদের জন্য ব্যয় করে।’ (৪ নং সূরাহ নিসা, আয়াত নং ৩৪) এরপরে বলা হয়েছে যে, ﴿وَاللَّهُعَزِيزٌحَكِيمٌ﴾ ‘মহান আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল।’ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তাঁর অবাধ্য বান্দাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে মহাপরাক্রান্ত এবং স্বীয় নির্দেশাবলীর ব্যাপারে মহাবিজ্ঞ।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা মানুষের বংশধারা সংরক্ষণের জন্য একটি সুন্দর বিধান দিয়েছেন। আর তা হল- যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী তালাক দেয় তাহলে সে তিন তুহুর বা তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এর মাঝে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বসবে না।

যাতে এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তার গর্ভে কোন সন্তান আছে কিনা? কেননা যদি যাচাই-বাছাই না করে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বসে এমতাবস্থায় পূর্ব স্বামীর সন্তান তার গর্ভে, তাহলে সন্তান জন্ম নিল দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে অথচ সন্তান প্রথম স্বামীর। এতে মানুষের বংশনামায় সমস্যা সৃষ্টি হবে। সন্তান হল পূর্ব স্বামীর আর পিতা বলে ডাকবে মায়ের দ্বিতীয় স্বামীকে যেন এমনটি না হয়, এ জন্য তিন ঋতু অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

قروء শব্দ দ্বারা দু’ টি অর্থ নেয়া হয়েছে:

১. ঋতু। অতএব তিন ঋতু অতিক্রম না হলে অন্যত্র বিবাহ বৈধ হবে না। এটা ইমাম আবূ হানিফার মত।

২. তুহুর বা ঋতু পরবর্তী পবিত্রতার সময়। এটা অন্যান্য ইমামদের মত। প্রথমটাই বেশি সঠিক। তবে দু’ টি মতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ)

এ থেকে মাসিক ও গর্ভ উভয়টাই উদ্দেশ্য। মাসিক গোপন করার অর্থ হল তালাকের পর স্ত্রী বলবে, আমার একবার বা দু’ বার মাসিক হয়েছে। আসলে তার তিন মাসিক পার হয়ে গেছে। এরূপ বলার কারণ হল, প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা।

আর যদি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকে তাহলে বলবে, আমার তিন মাসিক চলে গেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ রকম হয়নি যাতে স্বামী ফিরিয়ে নিতে না পারে।

অনুরূপভাবে গর্ভে যা আছে তা গোপন করা বৈধ নয়। কারণ এতে বংশের সংমিশ্রণ ঘটে যায়।

(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)

“তবে তাদের স্বামীরা ঐ সময়ের মধ্যে (ইদ্দতের মধ্যে) তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার ” অর্থাৎ স্বামীর ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য যদি সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা না হয়, তাহলে তার ফিরিয়ে নেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। স্ত্রীর অভিভাবকদের ঐ অধিকারে অন্তরায় সৃষ্টি করার অনুমতি নেই।

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ)

"মহিলাদের জন্যও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে" অর্থাৎ উভয়ের অধিকারগুলো একে অপরের মতই। আর এগুলো আদায় করার ব্যাপারে উভয়েই শরীয়ত কর্তৃক বাধ্য। তবে মহিলাদের ওপর পুরুষের বেশি মর্যাদা রয়েছে। যেমন গঠনশক্তি, জিহাদের অনুমতি, দ্বিগুণ ওয়ারিস, অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব এবং তালাক দেয়া ও ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার ইত্যাদির ব্যাপারে।

এই আয়াতে প্রদত্ত বিধানটির ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের একটি দলের মতে, স্ত্রীর তৃতীয় ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার পর যতক্ষণ সে গোসল করে পাক-সাফ না হয়ে যাবে ততক্ষণ তালাকে বায়েন অনুষ্ঠিত হবে না এবং ততক্ষণ স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকবে। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবু মূসা আশ' আরী (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবীগণ এই মত পোষণ করেন। হানাফী ফকীহগণও এই মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। বিপরীত পক্ষে অন্য দলটি স্ত্রীর তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরু হবার সাথে সাথেই স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার খতম হয়ে যাবে। এই মত পোষণ করেন, হযরত আয়েশা (রা.), হযরত ইবনে উমর (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.), শাফেঈ ও মালেকী ফকীহগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই নির্দেশটি কেবলমাত্র যখন স্বামী তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয় তখনকার অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। স্বামী তিন তালাক দেয়ার পর আর তার রুজু করা অধিকার থাকবে না।

[১] ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিশ সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাংখিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এজন্যই ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামী শরীআত অন্যান্য দ্বীনের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোকদের দেয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে। তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর যুলুম অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যেও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কিছু আদাব ও শর্ত রয়েছে। যেমন, এক. এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্‌র নিকট

অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। দুই. রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। তিন. ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদতে গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর শেষে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। চার. পবিত্র অবস্থায়ও যে তুহুর বা সুচিতায় সহবাস হয়েছে তাতে তালাক না দেয়ার কথা বলা হয়েছে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কারণ, যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরও দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরও একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। পাঁচ. বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। ছয়. যদি পরিস্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুন্ন থাকে। সাত. প্রত্যাহারের এ অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক বা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। আট. যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

[২] আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরীআতী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী। প্রায় একই রকম বক্তব্য অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছেঃ “যেহেতু আল্লাহ্ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল” । [সূরা আন-নিসাঃ ৩৪]

ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুস্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হত। মীরাসের অধিকারিনী হত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার প্রবর্তিত দ্বীন ইসলামই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি পিতা হলেও কোন প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। আবার ইসলাম নারীদেরকে বল্লাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেও দেয়নি; কারণ তা নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততি লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ জন্য কুরআনে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, “পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। ” অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। এ আয়াতে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপরই হয়ে থাকে। তাই আখেরাতের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এ ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য [মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]